# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১৫ সংখ্যা | ১ - ৭ জানুয়ারি ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১


## হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি কি নেতাজিকে সম্মান জানাতে পারে

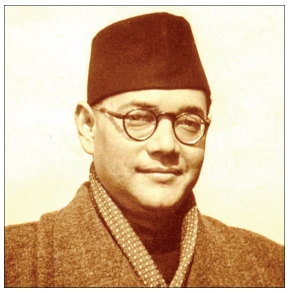

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এ বছর ২৩ জানুয়ারি থেকে তাঁর ১২৫তম জন্মবর্ষ শুরু হতে চলেছে। এই উপলক্ষে দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রিয় নেতাকে স্মরণ করবেন গভীর আবেগে। শহরে-গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে এখন থেকেই। সাধারণ মানুষ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে গড়ে তুলছেন নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি। এই রকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঘোষণা করেছে, তারা নেতাজির জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালন করবে। তার জন্য তারা কমিটি গড়বে, মাথায় থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দেশে আজ রাজনীতির নামে চলছে চুরি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, জনগণের সম্পত্তি আত্মসাৎ, শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের জন্য দেশের সম্পদ অবাধ লুঠতরাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া, বিনিময়ে তাদের অনুগ্রহ লাভ করা, অন্য দিকে মানুষের ঐক্যকে ভেঙে দিতে তাদের জাত-ধর্ম-বর্ণে বিভাজিত করা, সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মাতিয়ে দেওয়া। বাড়ছে অর্থ, ক্ষমতা প্রভৃতির লোভে দলবদলের হিড়িক। এই রকম একটি সময়ে যখন দেশের মানুষ ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলির এই কুৎসিত রূপ দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে পড়ছেন, যখন তারা একান্ত মনে আজ আবার নেতাজির মতো একজন জননায়ককে নেতা হিসাবে চাইছেন তখন তাঁর জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপন করাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের সাথে আদৌ নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধজ্ঞাপনের কোনও সম্পর্ক আছে কি? নেতাজির আদর্শ, লক্ষ্য, চরিত্র, জীবন-সংগ্রাম কোনও কিছুর সাথেই তো বিজেপি দল এবং তার নেতাদের কোনও মিল নেই।

স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর আপসহীন ভূমিকার জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় নেতা হিসাবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

## আসল শত্রু কারা চিনিয়ে দিচ্ছে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন

*দিল্লিতে কৃষক আন্দোলন এক মাস পার হয়ে গেল। শীত যত বাড়ছে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কৃষকদের মনোবল। সরকার যত নানা ছলে আন্দোলনে বিভেদ তৈরি করার এবং আপসের রাস্তায় টেনে আনার চেষ্টা করছে আন্দোলন ততই ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যে রাজ্যে— অর্জন করেছে সর্বভারতীয় রূপ। উত্তরাখণ্ডের কৃষকরা পুলিশি ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দিয়ে অন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের কৃষকরা যোগ দিয়েছেন দিল্লির ধরনায়। যোগ দিয়েছেন রাজস্থানের কৃষকরা। পাঞ্জাব-হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলিতে বিজেপি নেতারা সামাজিক বয়কটের মুখে পড়েছেন। সরকার একই প্রস্তাব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কৃষকদের সামনে উপস্থিত করলে আন্দোলনের নেতারা তা ফিরিয়ে দিয়ে আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনড়। এআইকেকেএমএস ধরনায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলনের বিস্তার ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। অন্য দিকে বিজেপি সরকার কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষাকারী চরিত্র ক্রমাগত দেশের মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি আইনের নানা জনবিরোধী দিক প্রশ্ন-উত্তরের আকারে তুলে ধরা হল।*

**প্রশ্ন ঃ ২৬ নভেম্বর ২০২০ থেকে দিল্লিতে যে কৃষক আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটেছে, এমন আন্দোলন স্মরণকালের মধ্যে ঘটেনি। লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রবল ঠাণ্ডা সহ্য করে আন্দোলনে সামিল। ৪০ জনেরও বেশি আন্দোলনকারী ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। সাড়া ফেলে দেওয়া এই**

*তিনের পাতায় দেখুন*

*দিল্লির সিংঘু বর্ডারে কৃষক ধরনায় বক্তব্য রাখছেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় নেতা কমরেড অরুণ সিং। ২৭ ডিসেম্বর*

## দেশ জুড়ে ধিক্কৃত বিজেপি গড়বে ‘সোনার বাংলা’!

বিজেপি নেতারা জোরের সঙ্গে প্রচার করছেন তাঁদের ক্ষমতায় আনলে ‘সোনার বাংলা’ গড়ে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে ছোট বড় সব নেতাই যেন সোনার বাংলা গড়তে কোমর বেঁধেছেন। এ দিকে দেশের মানুষ ভাবছে, কেমন ‘সোনার ভারত’ গড়ল বিজেপি যে দিল্লিতে আজ লক্ষ লক্ষ কৃষক ধরনায় বসে বিজেপিকে ধিক্কার দিচ্ছেন!

বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে প্রায় সাড়ে ছ’বছর। এর আগেও পাঁচ বছর (১৯৯৮-২০০৪) তারা দেশ শাসন করেছে। এই সময়ে দেশের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের জন্য কী করেছে তারা? ১৯৪৭-এর পর থেকে কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থে কংগ্রেস সরকার যে ধরনের নীতি নিয়ে চলেছে, যে ভাবে দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ওপর শোষণ-অত্যাচার চালিয়েছে, বিজেপি সরকার আরও নগ্ন এবং হিংস্র ভাবে সেই কাজই করে যাচ্ছে। অথচ, এরাই নাকি এখন সোনার বাংলা গড়বে! বাংলার এমন উন্নয়ন করবে, যাকে বলে একেবারে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে!

যদিও এ কথা ঠিক, ভারতে এত বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, এত মানবসম্পদ আছে, এত বিশ্বজনীন জ্ঞানসম্পদ আছে যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, গোটা দেশটাকেই সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যায়। অথচ স্বাধীনতার সাত দশকের বেশি সময় ধরে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। অপুষ্টিতে ভুগে লক্ষ লক্ষ শিশু মারা যাচ্ছে। অসংখ্য মানুষের শরীরে পর্যাপ্ত পোশাক নেই, যথার্থ শিক্ষা নেই, রোগ-ব্যাধির ন্যূনতম চিকিৎসা নেই, নারী-শিশুকন্যার নিরাপত্তা নেই। দেশের প্রায় সব সম্পদ দখল করে ভোগ করছে মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণি। দেশসেবার নামে এই মালিক শ্রেণিরই সেবা করে যাচ্ছে কংগ্রেস-বিজেপির মতো দলগুলি। বাইরে থেকে এই দলগুলির নাম আলাদা, পতাকার রঙ আলাদা, আসলে এরা সবাই মালিক শ্রেণিরই ম্যানেজার বা চৌকিদার। ভোটে জিতে যে যখন দায়িত্ব পায় সে এদেরই সেবা করে। এখন কংগ্রেসের জায়গায় মালিকদের সেবার দায় নিয়েছে বিজেপি। স্বাভাবিক ভাবেই এরা সাধারণ মানুষের জন্য কোনও প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারে না।

তা যদি সম্ভব হত, তা হলে যে গুজরাটে বিজেপি ২২ বছর টানা সরকারি ক্ষমতায় থাকার পরও গুজরাটের আম জনতার এত দুর্দশা কেন? কেন সেখানে ঘিঞ্জি বস্তির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে? কেন সেখানকার হাজার হাজার কল-কারখানা বন্ধ?

গত ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি গুজরাটে এসেছিলেন। সেখানকার পুতিগন্ধময়, জীর্ণ বস্তিগুলি যাতে তিনি দেখতে না পান সেজন্য সেখানকার বিজেপি সরকার উঁচু উঁচু পাঁচিল গেঁথে সেগুলি আড়াল করে দিয়েছিল। কেন এমন কাজ বিজেপিকে করতে হল?

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি

*একের পাতার পর*

চরিত্রের জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত করে একটি শোষণহীন, সুখী সমাজ গড়ে তোলা। তার জন্য তিনি জীবন পণ করেছিলেন। তাঁর শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণ করার জন্যই কি বিজেপি নেতারা তাঁকে স্মরণ করছেন? এই স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিজেপির পূর্বসূরিদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? সুভাষচন্দ্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র কি বিজেপি নেতারা অনুসরণীয় মনে করেন? নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালনের আগে এ সব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হওয়াটা জরুরি। না হলে স্মরণ করার ছলে মহান এই নেতাকে অপমানই করা হবে।

বিজেপি যে আরএসএসের মতাদর্শে পরিচালিত, তার যিনি নীতি নির্ধারক সেই এম এস গোলওয়ালকরের লেখাগুলি পড়লেই যে কেউ দেখবেন এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরএসএস স্বীকারই করেনি। ব্রিটিশ বিরোধিতাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছে। তাঁদের দৃষ্টিতে নেতাজি সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা-কর্মী এবং বিপ্লবীরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। বিজেপির বর্তমান নেতারা কি গোলওয়ালকরের বক্তব্যকে ভুল বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন? সুভাষচন্দ্র যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করছেন, তখন বিজেপির আর এক প্রাণপুরুষ সাভারকর ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য দেশের যুবকদের ডাক দিচ্ছেন। এই সময় হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও প্রয়োজনই নেই। আমরা এমনিতেই স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশকে সহযোগিতার জন্য কি তাঁরা দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন?

সুভাষচন্দ্র রাজনীতিকে সব সময় ধর্মীয় চিন্তা থেকে দূরে রাখার কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যাগুলি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনগণকে একই রকম ভাবে জর্জরিত করছে। এর মোকবিলাও করতে হবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে। বর্তমান বিজেপি নেতারা কি সামাজিক জীবনের তীব্র সংকটগুলিকে এ ভাবেই দেখেন? তাঁরা কি তার মোকাবিলা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে করার কথা ভাবেন? সকলেই জানেন, ভাবা দূরের কথা ধর্মীয় বিভেদ তৈরিই বিজেপি রাজনীতির মূল কথা। সাম্প্রদায়িকতাই তাদের মূলধন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কোনও দিক থেকেই যদি বিজেপির সাথে নেতাজির চিন্তার কোনও মিল না থাকে, বরং উভয়ের চিন্তা পরস্পরের বিপরীতই হয় তবে বিজেপি নেতারা নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপনের কথা ভাবলেন কেন?

কারণ, বিজেপি নেতারা ভালভাবেই জানেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের ভূমিকার জন্য জনমনে তাঁরা নিন্দিত। তাঁদের দলের এমন কোনও নেতা নেই যাঁকে তাঁরা আদর্শ হিসাবে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে কংগ্রেসের এক দক্ষিণপন্থী নেতা, যিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের চরম বিরোধী এবং গান্ধীহত্যার পর আরএসএসকে দেশজোড়া গণরোষের হাতে থেকে নানা কায়দায় রক্ষা করেছিলেন, তাঁর বিশাল মূর্তি স্থাপন করে তাঁকেই পুজো করছেন। তেমনই তাঁরা জানেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন নেতা হিসাবে জনমানসে আজও শ্রদ্ধার সবচেয়ে বড় আসনটি রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্রেরই। বাঙালি মানসেও সুভাষচন্দ্রের আসন আজও সবার উপরে। বিজেপি এই মুহূর্তে বাংলার ক্ষমতা দখল করতে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে বিরোধী দল ভাঙানো, দেদার অর্থ ছড়ানো, এনআরসির ভয় দেখানো, সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রভৃতির সাথে নেতাজিকে তাঁরা কত শ্রদ্ধা করেন তা দেখাতে পারলে ভোটে বাঙালি মন জয় করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে তাঁরা মনে করছেন।

তা হলে নেতাজির মতো অনন্যসাধারণ এক চরিত্রের থেকে কোনও কিছুই গ্রহণ না করে, তাঁর স্বপ্নকে সফল করার কোনও চেষ্টা না করে শুধু মাত্র ভোটের জন্যই বিজেপির এই ভণ্ডামির আশ্রয় নেওয়া। এ যেমন গোটা দেশবাসীর সাথে প্রতারণা, তেমনই নেতাজির প্রতিও চরম অসম্মান। আজ যদি নেতাজির প্রতি সরাসরি কেউ অসম্মান প্রদর্শন করত, দেশের মানুষ কি মেনে নিত? তা হলে এই যে, শুধুমাত্র ভোটের জন্য নেতাজিকে ব্যবহার করা, নেতাজির আদর্শ, জীবন-সংগ্রাম, তাঁর লক্ষ্য সব কিছুকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর ছবিটিকে সংকীর্ণ ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করা, এটাও কি নেতাজির প্রতি চরম অসম্মান নয়? এটা কি দেশের মানুষ নীরবে মেনে নেবে? এটা মেনে নিয়ে কি আমরা কেউ তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে সম্মান জানাতে পারব? জানালে তা কি যথার্থ সম্মান জানানো হবে?

নেতাজির প্রতি যথার্থ সম্মান জানানো যেতে পারে একমাত্র তাঁর অপূরিত স্বপ্নকে সফল করার সংগ্রামের মধ্যে আত্মনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে। সেই স্বপ্ন ছিল এমন একটি স্বাধীন ভারত গড়ে তোলা যেখানে শোষণ থাকবে না, নিপীড়ন থাকবে না, ধর্ম-বর্ণের বিভেদ থাকবে না, বেকারি-অনাহার থাকবে না। সমস্ত মানুষের স্বাধীন বিকাশ ঘটবে। এর জন্য তিনি স্বাধীনতার পর আরও একটি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিজেপির সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি কি নেতাজিকে যথার্থ সম্মান জানাতে পারে?

## জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়ি এলাকার পার্টিকর্মী কমরেড নকুল পাত্র ১৭ ডিসেম্বর ব্লাডসুগার সহ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। নব্বইয়ের দশকে গোড়ার দিকে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। এলাকায় তাঁত, বিদ্যুৎ, শিক্ষা আন্দোলন ও মদবিরোধী আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। খেয়াভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে তিনি তিন মাস জেল খেটেছেন। প্রবল অর্থসংকটের মধ্যেও অন্য দলের নানা প্রলোভন উপেক্ষা করে তিনি লড়াই করেছেন। অন্যায়ের সাথে আপস না করে মাথা উঁচু করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন ছেলেকে। ২৪ ডিসেম্বর স্থানীয় বরগোদাগোদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু কর্মী-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীর উপস্থিতিতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য মানিক মাইতি ও সূর্য জানা। শ্রদ্ধা জানান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রণব মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য বিবেকানন্দ রায় সহ এলাকার শুভানুধ্যায়ী বিশিষ্ট মানুষজন।

**কমরেড নকুল পাত্র লাল সেলাম**

# দেশ জুড়ে ধিক্কৃত বিজেপি

*একের পাতার পর*

কারণ, না করে তার উপায় নেই। দীর্ঘকাল সরকারি ক্ষমতায় থাকলেও সে মালিক শ্রেণির গোলাম হিসাবে তাদেরই উন্নয়ন করেছে, জনজীবনের উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। কিন্তু সেটা তো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দেখানো যায় না!

সিএমআইই (সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমি)-র গত মে মাসের সমীক্ষা দেখাচ্ছে, গুজরাটে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। প্রচুর কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে এখন লক্ষ লক্ষ বেকার। তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত।

লকডাউনের সময় গুজরাটের সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখে গুজরাট হাইকোর্ট বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'মানুষের মধ্যে করোনার আতঙ্ককে ছাপিয়ে গেছে অনাহারে মরার আশঙ্কা। সরকারের মানবিক হওয়া উচিত।' এই হল বিজেপির গুজরাট মডেল। এমন সোনাই কি বাংলায় ফলাবে তারা!

গুজরাট জুড়ে ক্ষুধার্ত মানুষের আত্মহত্যা বাড়ছে। খিদের জ্বালায় এক মা তার দুই মেয়ে-সহ আত্মঘাতী হয়েছে, এমন দৃশ্যও দেখছে গুজরাট। যদিও, সরকারের পেটোয়া পুলিশ যথারীতি বলেছে, সাংসারিক অশান্তিই কারণ। যেন দারিদ্র কোনও অশান্তির কারণ নয়!

গত বছর ডিসেম্বর মাসে গুজরাটের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ দশার একটি নমুনা সামনে এসেছিল। সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে শয়ে শয়ে শিশুর মৃত্যু ঘটেছিল। তার মধ্যে শুধু রাজকোট সিভিল হাসপাতালেই ১১১ জন এবং আহমেদাবাদ সিভিক হাসপাতালে ৮৫ জন মারা গিয়েছিল।

প্রতি বছর শয়ে শয়ে চাষি ও খেতমজুর আত্মহত্যা করে গুজরাটে। এ বছর বিজেপির এক মন্ত্রী বিধানসভায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, গুজরাটের শুধুমাত্র দুটি জেলাতেই দুশোর বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে (খেড়ায় ১১১ ও আনন্দে ৯১ জন)। যদিও, সরকার বলেছে, 'এটা তেমন কোনও বড় ব্যাপার নয়।'

এ তো গেল বিজেপির মডেল গুজরাটের দু-একটা মাত্র নমুনা। মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১৫ বছর ধরে সরকার চালাচ্ছে বিজেপি। সেখানকার জনজীবনের অবস্থা কী?

২০১৭ সালের জুন মাসে ফসলের ন্যায্য দামটুকুর দাবি জানিয়েছিল কৃষকরা। বিজেপি সরকারের পুলিস মন্দসৌরে কৃষকদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। ছ'জন কৃষক মারা যান। সিএমআইই-এর গত মে মাসের সমীক্ষা দেখাচ্ছে, গুজরাটের মতো মধ্যপ্রদেশেও বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। রাজ্যে বাড়ছে অনাহারে মৃত্যুও।

গত এপ্রিল মাসে এই রাজ্যের টিকমগড়ে এক দম্পতি আত্মঘাতী হয়েছেন। দারিদ্রের কারণে তাঁরা তাঁদের সামান্য জমিটুকুও বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। লকডাউনে ৬ জনের ওই পরিবারের খাওয়া জুটছিল না। কিছুদিন প্রতিবেশীদের থেকে ধার করে বাচ্চাদের একটু খেতে দিচ্ছিলেন। পরে সেটাও সম্ভব হয়নি। দিশেহারা হয়ে স্বামী-স্ত্রী আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য হন। গত বছর অক্টোবরে বারওয়ানিতে আট বছরের একটি ছেলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। এ সবই বিজেপির 'সু-শাসনের' পরিণতি।

ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় এসেই মহান লেনিনের মূর্তি ভেঙে তাণ্ডবলীলা শুরু করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের দাঁড়াতেই দেয়নি। ৯০ শতাংশের বেশি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করে। এই তাদের গণতন্ত্র! আজ ত্রিপুরার জনজীবন বেকারি, মূল্যবৃদ্ধির আক্রমণে বিপন্ন। শিক্ষক পদপ্রার্থীরা রাস্তায় অবস্থান করছে। আর বিজেপির শিক্ষামন্ত্রী বলছে, 'শিক্ষকতার চেয়ে শুয়োর পালন করা ভাল'। সোনায় বাঁধানো শাসনই বটে!

বিজেপি-শাসিত আর একটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। বিজেপি এই রাজ্যটাকে ইতিমধ্যে 'গণতন্ত্রের কবরখানা' বানিয়ে তুলেছে। জনগণ সরকারি বীভৎসার নির্মম শিকার। অশিক্ষা দারিদ্র অনাহার শিশুমৃত্যু চাষিমৃত্যু তো ছিলই, তার সাথে যুক্ত হয়েছে জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের নামে গরিব মানুষের ওপর অত্যাচার। নারীনিগ্রহে এ রাজ্য দেশে সবার ওপরে। সম্প্রতি হাথরসের মর্মান্তিক ঘটনায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকের গা শিউরে উঠেছে। যেভাবে দরিদ্র ঘরের একটি মেয়েকে শারীরিক অত্যাচার করে তার পর খুন করা হল, যেভাবে বিজেপি সরকারের পুলিস মেয়েটির মৃতদেহ জ্বালিয়ে দিল তার তুলনা হতে পারে একমাত্র নৃশংস হিটলারের রাজত্ব।

এগুলি রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির সোনার শাসনের খণ্ডচিত্র। পশ্চিমবঙ্গে যদি ছলে-বলে কৌশলে ক্ষমতা দখল করতে পারে, তারা এর বাইরে আর কী করবে?

# মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিপতিরা কৃষিকে বিনিয়োগের লোভনীয় ক্ষেত্র হিসাবে দেখছে

*একের পাতার পর*

**আন্দোলন কি শুধু কৃষকদেরই আন্দোলন, নাকি তা সর্ব সাধারণের আন্দোলন?**

**উত্তর ঃ** একথা ঠিক, আন্দোলনটা কৃষকরাই শুরু করেছেন। সেই অর্থে কৃষক আন্দোলন। কৃষি আন্দোলনের চরিত্র নিয়েই এটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সরকারের অনড় মনোভাবের কারণে এই আন্দোলনের তীব্রতাও বাড়ছে এবং দিল্লির রাজপথ শুধু নয়, সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকশো কৃষক সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ এসকেএম (সংযুক্ত কিসান মোর্চা)-র শরিক সংগঠনগুলি, বিশেষ করে এআইকেকেএমএস বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদিনই বিক্ষোভ, ধরনা, অনশন, অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে একবার কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে গ্রামীণ ভারত বনধ হল, দু'বার সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট হল। কয়েক কোটি মানুষ ধর্মঘট সফল করতে সক্রিয়ভাবে সামিল হয়েছে। দেশের শ্রমিক কর্মচারীরা এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র-যুব-মহিলারাও আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছে। অভিনেতা থেকে গায়ক, ক্রিকেটার— একের পর এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা আন্দোলনকে সমর্থন করছেন প্রকাশ্যে। পদক ফিরিয়েছেন অনেকেই। এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র কৃষক আন্দোলন বললে খণ্ড দর্শন হবে। কৃষক অন্নদাতা। সে আজ বিপন্ন— এটা উপলব্ধি করে সমাজের বাকি অংশের মানুষ আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা আন্দোলনকারীদের আর্থিক এবং বেঁচে থাকার রসদ জোগাচ্ছেন। চিকিৎসকরা দিচ্ছেন স্বেচ্ছায় চিকিৎসা পরিষেবা। এ এক সামাজিক আন্দোলন, সর্ব সাধারণের আন্দোলন। আক্ষরিক অর্থেই গণআন্দোলন।

**প্র ঃ একটা প্রচার চলছে, তা হল— এটা ধনী কৃষকের আন্দোলন। আরও প্রচার হচ্ছে, শুধুমাত্র পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার কৃষকরাই এই আন্দোলনে রয়েছে। বাস্তবটা কি তাই?**

**উ ঃ** অসৎ উদ্দেশ্য থেকে এই প্রচারটা তুলছে সরকার পক্ষ। বাস্তবে অবস্থাপন্ন কৃষক, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন খেতমজুর সকলেই এই কৃষি নীতিতে উদ্বিগ্ন। সকলেই কর্পোরেটদের আগ্রাসনের মুখে। ফলে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তারা এই আন্দোলনে সামিল। এ কথা ঠিক, শুরুর দিকে পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকরাই ব্যাপক সংখ্যায় আন্দোলনে ছিল। এখন রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্য থেকে কৃষকরা যেমন আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তেমনই এই আন্দোলনের সমর্থনে প্রতিটি রাজ্যে কৃষক ধরনা মঞ্চ, অবস্থান, সভা, মিছিল, প্রচার চলছে এবং তা দিন দিন বাড়ছে। ফলে আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছে এবং সকল স্তরের সাধারণ মানুষ এতে সামিল।

**প্র ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলছেন এই কৃষিনীতি 'যুগান্তকারী', 'ঐতিহাসিক'। তাঁর রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ তিনি বলেছেন, এই আইনে কৃষকদের দীর্ঘ দিনের শৃঙ্খল মোচন ঘটেছে। সত্যিই কি তাই?**

**উ ঃ** এই কৃষিনীতি সত্যিই যুগান্তকারী। কিন্তু তা কৃষকের স্বার্থে যুগান্তকারী নয়, আম্বানি-আদানিদের মতো কর্পোরেটদের স্বার্থে যুগান্তকারী। এই কৃষিনীতিকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন শৃঙ্খল মোচনকারী।

বাস্তবে কৃষকরা কোথায় শৃঙ্খলিত এবং সেই শৃঙ্খলটিই বা কী? শৃঙ্খলটা আজ প্রকাশ্যে এবং তা হল— পুঁজির শোষণের শৃঙ্খল, কর্পোরেটদের কাছে যে শৃঙ্খলে কৃষক ইতিমধ্যেই বাঁধা পড়েছে। যে সার, বীজ, কীটনাশক দিয়ে কৃষক চাষ করে তার কোনওটির উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বড় বড় কর্পোরেটদের। তারা যে দাম নির্ধারণ করবে কৃষক সেই দামে কিনতে বাধ্য। আবার ফসল বিক্রির সময় কর্পোরেটেরা যে ন্যূনতম দাম দেবে সেই দামেই কৃষককে বিক্রি করতে হবে। দাম ঠিক করার অধিকার বা স্বাধীনতা কিছুই কৃষকের নেই। সরকারি উদ্যোগে কেনার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল বলে বৃহৎ ব্যবসায়ী বা তাদের এজেন্টেরা কৃষকদের এভাবে শোষণ করেই চলেছে। নতুন কৃষি আইনে সরকারি উদ্যোগে কেনার ব্যবস্থা আরও দুর্বল হবে, মান্ডিগুলো অকার্যকরী হয়ে যাবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও (এমএসপি) উঠে যাবে। ফলে শৃঙ্খল মোচনের পরিবর্তে কৃষকরা কর্পোরেটদের শোষণের শৃঙ্খলে আরও বেশি বেশি করে বাঁধা পড়বে। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ অসত্য।

**প্র ঃ প্রথম কৃষি আইনটি মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্কিত। এতে মান্ডির বাইরেও কৃষিপণ্য বিক্রির অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেখানে কর্পোরেটেরা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনবে। কোনও মধ্যসত্বভোগী থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, এতে কৃষক ন্যায্য দাম পাবে।**

**উ ঃ** প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সাথে বাস্তবের কোনও মিল নেই। বর্তমানে মান্ডি এবং মান্ডির বাইরে দু'জায়গাতেই বেচাকেনার ব্যবস্থা আছে। যেখানে মান্ডি নেই, সেখানে কি এখন কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে? বৃহৎ ব্যবসায়ী ও তাদের এজেন্টদের চক্র দাম নামিয়ে দিচ্ছে। মান্ডি থাকলে সেখানে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়ার একটা সুযোগ থাকে। নতুন কৃষি আইনে মান্ডির বাইরে বিক্রির বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বড় বড় কর্পোরেটেরা কৃষিপণ্য কিনবে। কিন্তু তারা ন্যায্য দাম দেবে— এই বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নেই।

মান্ডির বাইরে বিক্রির অধিকার দিতে হবে— এটা কোনও দিনই কৃষকের দাবি ছিল না। কৃষকের দাবি ছিল, সরকার সরাসরি ন্যায্য মূল্যে কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনুক। কারণ যুগযুগ ধরে সে প্রতারিত হচ্ছে বৃহৎ ব্যবসায়ী ও তার এজেন্টদের দ্বারা। মান্ডির বাইরে বিক্রির অধিকার দেওয়ার দাবি তুলেছে কর্পোরেটেরা। তীব্র বাজার সংকটে জর্জরিত কর্পোরেটেরা খাদ্য পণ্যের ব্যবসায় ঢুকতে দীর্ঘ দিন ধরে সরকারের উপর চাপ বাড়াচ্ছিল যাতে সরকার পুরনো আইন বাতিল করে একটা নতুন আইন করে দেয়। এদের চাপেই সরকার নতুন কৃষি আইন এনেছে।

কৃষিপণ্য কেনার অধিকার কর্পোরেটদের দিয়ে দিলে বিপদটা দু'জায়গায়। প্রথমত, সে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে প্রভাব খাটিয়ে কৃষককে কম দাম দেবে। দ্বিতীয়ত, সে খাদ্য পণ্যের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ইচ্ছা মতো দাম বাড়াবে। এতে কৃষক-অকৃষক নির্বিশেষে সমস্ত ক্রেতার জীবন তীব্র মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হবে। অনাহারে মরার উপক্রম হবে।

**প্র ঃ দ্বিতীয় কৃষি আইনটি মজুতদারি সম্পর্কিত। এতে মজুতের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। অত্যাবশ্যক পণ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে চাল, ডাল, গম, তৈলবীজ, আলু, পেঁয়াজ— এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যকে। এতে মজুতদারি বাড়বে। এই আইনটি বেশি করে আলোচিত হচ্ছে না। যাঁরা কৃষি নীতির পক্ষে বলছেন, তাঁরাও এ বিষয়ে খুব একটা বলছেন না। এর কারণ কী?**

**উ ঃ** এই আইনের পক্ষে জোরালো সওয়াল খুব একটা লক্ষ করা যাচ্ছে না। কারণ মজুতদারি কালোবাজারি জনমনে অত্যন্ত ঘৃণার। তবুও কর্পোরেটভক্ত কেউ কেউ বলছেন, মজুতদারির সুযোগ থাকলেই কি ইচ্ছামতো মজুতদারি হবে? প্রশ্ন হল, যদি ইচ্ছামতো মজুতদারি নাই হবে, তা হলে মজুতদারি বৈধ করতে আইন করা হল কেন? কেন মজুতের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হল? কেনই বা রিলায়েন্সের মতো দৈত্যাকার কর্পোরেটগুলো বড় বড় গোডাউন বানিয়ে মজুতদারির পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে? মজুতদারিতে লাভ পুঁজিপতিশ্রেণির। তারা পণ্য মজুত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়। এই মজুতদারির জন্যই গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পেঁয়াজ হয়ে গেল ৭০-৮০ টাকা কেজি, আলু হল ৪০-৫০ টাকা কেজি। এভাবেই জনগণের পকেট কাটল তারা। সেই মজুতদারি আইন সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেন?

**প্র ঃ কিন্তু দেশের বহু পণ্যের বাজারই তো কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে। তার দ্বারা কি সাধারণ মানুষের বিশাল কিছু ক্ষতি হয়েছে?**

**উ ঃ** প্রথমত, কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি জিনিসের দাম লাগাম ছাড়া। দ্বিতীয়ত, খাদ্যের সাথে অন্যান্য পণ্যের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। খাদ্য ছাড়া চলে না, কিন্তু বিলাসদ্রব্য ঠিক সেই রকম নয়। খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ মুনাফাখোরদের হাতে ছেড়ে দিলে তারা মুনাফা লুটতে ইচ্ছামতো দাম বাড়াবেই এবং মানুষ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও তা কিনতে বাধ্য থাকবে। কারণ খাদ্য ছাড়া বাঁচা যায় না। কিন্তু যারা কর্পোরেটদের স্বার্থের কথা ভাবে তারা বলছে, অন্য পণ্যের মতো খাদ্যের বাজারও মুক্ত করে দাও। কারণ খাদ্যের বাজারের একটা আপেক্ষিক স্থায়ীত্ব আছে। তীব্র মন্দায় হাবুডুবু খাওয়া পুঁজিপতিরা বাজারের স্থায়ীত্ব খুঁজছে। তাই খাদ্য ব্যবসায় ঢুকতে চাইছে। এর পরিণাম ভয়াবহ। ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে খাদ্যের ব্যবসা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় তদারকিতেই। তাছাড়া খাদ্যের ব্যবসায় কর্পোরেটেরা ঢুকলে দেশের লক্ষ লক্ষ খুচরো ব্যবসায়ী বিপন্ন হবে। ফলে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এ এক মারাত্মক আক্রমণ।

**প্র ঃ এটাও খুব প্রচলিত ধারণা যে বাজারে বহু কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলে প্রতিযোগিতায় দাম কমার তো একটা সুযোগ থাকেই।**

**উ ঃ** এটা একেবারেই ভুল ধারণা। ওষুধের বাজারে বহু কর্পোরেটেরই তো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাতে কি দাম কমেছে? নাকি বেড়েই চলেছে? বাস্তবে বহু কর্পোরেট প্রতিযোগিতার বদলে একজোট হয়ে নিজেরা বোঝাপড়া করে পণ্যের দাম একযোগে বাড়ায়। এরাই চাষির কাছ থেকে কেনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় দাম বাড়ানোর পরিবর্তে একজোট হয়ে অবিশ্বাস্য রকম দাম কমাবে এবং কমায়। তা না হলে যে টম্যাটো কিছু দিন আগেও ৭০-৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করল ব্যবসায়ীরা সেই টম্যাটো ১ টাকা, ২ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে বাধ্য হবে কেন কৃষক? প্রতিযোগিতায় দাম কমে— এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বস্তাপচা, অতি সরলিকৃত একটা তত্ত্ব। কৃষকরা বারবার ঠকতে ঠকতে এই তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই বোঝেন। তাই তারা আন্দোলনে।

**প্র ঃ তৃতীয় কৃষি আইনটি হল চুক্তি চাষ সম্পর্কিত। এই আইনে কর্পোরেটেরা চাষির সঙ্গে ফসল কেনায় চুক্তিবদ্ধ হবে। বলা হচ্ছে এটি কৃষকের পক্ষে লাভজনক। কারণ চুক্তিমাফিক সে দাম পাবে। ফড়েদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কোনও ব্যাপারই নেই। এই আইন নিয়ে চাষিদের আপত্তি কোথায় এবং কেন?**

**উ ঃ** চুক্তি চাষ নিয়ে আপত্তির কারণ বহু। প্রথমত, চাষ করতে হবে কর্পোরেটের চাহিদা

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

*কালা কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আসামের নলবাড়িতে প্রতিবাদ সভা*

# রেশন দুর্নীতি রোধে সংগ্রামী গণমঞ্চের আন্দোলন

করোনা অতিমারির কারণে সাধারণ মানুষের রুটি-রুজি যখন বিপর্যস্ত সেই সময়ও ডিলাররা দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। খাদ্য দপ্তরে অভিযোগ জানালেও বিশেষ লাভ হয় না।

কর্মী কম থাকার অজুহাতে দফতরের অফিসাররা মাসে একবারও দোকান পরিদর্শন করেন না, গ্রাহকদের অভাব-অভিযোগও শোনেন না। মাসের শেষে রেশন দেওয়ার মাধ্যমে ডিলাররা এক বা দু'মাসের রেশন সামগ্রী পুরোটাই আত্মসাৎ করে। গ্রাহকদের আন্দোলনের চাপে ডিলাররা আত্মসাৎ করা সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়ার মুচলেকা দিলে খাদ্য দফতর হঠাৎ জেগে উঠে আইনের ফাঁক রেখে সাসপেন্ড করে ডিলারদের বাঁচিয়ে দেয়। সাসপেনশনের সময় গ্রাহকদের বাসস্থান থেকে অনেক দূরে ডিলারদের ট্যাগ করে দেওয়ায় গ্রাহকরা সমস্যায় পড়েন।

উত্তর দিনাজপুরে সংগ্রামী গণমঞ্চ এই সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ২৪ ডিসেম্বর সাত দফা দাবিতে জেলা খাদ্য নিয়ামকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবিগুলি হল ঃ ১) প্রতি মাসে নির্দিষ্ট তারিখে রেশন সামগ্রী বন্টন করতে হবে। ২) কেরোসিন তেলের দাম ও পরিমাণ প্রতি মাসে পরিবর্তন করা চলবেনা। ৩) দুর্নীতিগ্রস্ত ডিলারদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৪) নিয়মিত রেশন দোকান পরিদর্শন করতে হবে এবং গ্রাহকদের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে। ৫) চরম দুর্নীতিবাজ রেশন ডিলার কালীপদ দাসকে বাতিল করতে হবে এবং অলিগঞ্জ এলাকাতেই দ্বিতীয় কাউন্টার খুলে রেশন সামগ্রী বিতরণ করতে হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সুজনকৃষ্ণ পাল, রুবিনা খাতুন, মাধবীলতা পাল, ইমতিয়াজ আলম, সাহিদ আলম প্রমুখ।

# ধর্ষক খুনীদের শাস্তির দাবি
## রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির

১০ ডিসেম্বর মাঝরাতে মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর কলেজের ছাত্রী সনলা খাতুনকে দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও খুন করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও সমস্ত দোষীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি ২১ ডিসেম্বর বহরমপুর থানায় ডেপুটেশন দেয়। সেই মতো বহরমপুর থানাতেই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এতে অংশ নেন মৃত সনলা খাতুনের মা, বোন, স্বামী সহ বহু গ্রামবাসী। নেতৃত্বে ছিলেন সম্পাদক খাদিজা বানু, অধ্যাপক স্মৃতি রেখা রায়চৌধুরী, সীমা সরকার, আল্পনা রায়চৌধুরী প্রমুখ। আইসি সাতদিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তাঁদের।

# স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

২৩ ডিসেম্বর নদীয়ার পলশুন্ডা গ্রামে নগ্ন ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীকে একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং ধর্ষিতা ছাত্রীর খুনের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর সকালে বিক্ষোভ মিছিল ও পলশুন্ডা দিঘির ধার বাজারে পথ অবরোধ করা হয়। ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিলে অবস্থান তুলে নেওয়া হয়। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই (সি)-র নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড লহিরুদ্দিন সেখ, ও বাতশোভা বেগম।

# এটিএম কর্মীরা ছাঁটাই রুখলেন

দেশ জুড়ে কর্মসংস্থানের আকাল। এই অবস্থায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এটিএমগুলি থেকে সমস্ত কর্মী ছাঁটাই করে কর্মচারীবিহীন এটিএম করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দফায় এ রাজ্যের একটি শিফটের প্রায় ১ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম সহ চারটি শ্রমিক সংগঠন ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় স্টেট ব্যাঙ্কের হেড অফিস ও শিলিগুড়ির আরবিও-তে বিক্ষোভ দেখায়। অফিসে ঢোকার সমস্ত গেট অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ধরনা চলে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। আন্দোলনের চাপে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। চারটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন।

ইউনিয়নের সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল এবং সাধারণ সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র পোদ্দার বলেন, এই জয় আরও একবার প্রমাণ করল, সঠিক নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় করা সম্ভব। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই জয়ে সংগ্রামী কেয়ারটেকার কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা পুরোপুরি বাতিল না করা পর্যন্ত আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

# 'যুবশ্রী' বিক্ষোভ কলকাতায়

চাকরির প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিসহ ৫ দফা দাবিতে ২২ ডিসেম্বর 'যুবশ্রী' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যুবকরা কলকাতায় বিক্ষোভ দেখায়। পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির নবান্ন অভিযানের ডাকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা। এদিনের সমাবেশে যুবতীদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। সংগঠনের সভাপতি নির্মল মাঝি ও যুবনেতা সুপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে যান। বৈঠকে প্রতিনিধিরা শ্রমমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর আট বছর আগের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে বলেন, অবিলম্বে যুবশ্রী প্রকল্প থেকে বেকার যুবকদের নিয়োগ করা হোক। যতদিন নিয়োগ না হচ্ছে ততদিন জীবন ধারণের উপযোগী ভাতা দেওয়া হোক। অ্যানেক্সচার-৩ ফর্ম বাতিল করা এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া যুবশ্রী ভাতা পুনরায় চালু করার দাবিও জানানো হয়। শ্রমমন্ত্রী মনোযোগ দিয়ে প্রতিনিধিদের কথা শোনেন এবং তা পূরণ করার আশ্বাস দেন।

# বেলদায় গণঅবস্থান

বেলদা থেকে অবিলম্বে বেলদা-হাওড়া লোকাল ট্রেন চালু, বেলদায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে ২১ ডিসেম্বর গান্ধী পার্কে গণঅবস্থানে সামিল হলেন এলাকার বহু মানুষ। অবস্থানের ডাক দিয়েছিল বেলদা রেলযাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতি। স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া, কেশিয়াড়ী মোড়ে ওভারব্রিজ তৈরি, বেলদা মহকুমা গঠন সহ একাধিক দাবিতে গণঅবস্থানে উপস্থিত ছিলেন দাঁতনের বিধায়ক বিক্রম চন্দ্র প্রধান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামলাল রাঠি, তুষার জানা, পরেশ বেরা, সুশান্ত পানিগ্রাহী, প্রদীপ দাস, বিদ্যাভূষণ দে প্রমুখ।

# মানবাধিকার রক্ষায় সভা বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া জেলার গোবিন্দপুর রাঙামাটিতে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় ২০ ডিসেম্বর। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ। সভায় নানা সামাজিক অন্যায় অবিচার, কুপ্রথা, লাভ জিহাদ ইত্যাদির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনে যে সমস্যাগুলির সৃষ্টি হচ্ছে, তার মর্মন্তুদ বিবরণ উল্লেখ করেন উপস্থিত সকলেই। রাজ্য সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে মানবাধিকার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। সভায় অধ্যাপক সুদীপ ব্যানার্জি ,সুব্রত সিংহ, গুণময় ব্যানার্জি, অ্যাডভোকেট হরিদাস ব্যানার্জি, অ্যাডভোকেট সুব্রত দাস মোদক ও স্বপন নাগকে আহ্বায়ক করে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কাজ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

# বাসে বাড়তি ভাড়া নেওয়া চলবে না

*বাসগুলিতে করোনা-পূর্ব সময়ের মতোই ভিড় হচ্ছে, অথচ করোনা পরিস্থিতির অজুহাতে চলছে ইচ্ছামতো বাড়তি ভাড়া নেওয়া। যাত্রীরা আপত্তি জানালেও সরকার নীরব। এর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে ২২ ডিসেম্বর আরটিএ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ডিরেক্টরকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।*

# উলুবেড়িয়ায় মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

সম্প্রতি স্কিম ওয়ার্কারদের মধ্যে আশা ও আইসিডিএস কর্মীরা লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করে বেতন বৃদ্ধি, অবসরকালীন ভাতা সহ কিছু দাবি আদায় করেছেন। কিন্তু মিড-ডে মিল কর্মীদের জন্য সরকার কিছুই করেনি। এই অবস্থায় সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন, হাওড়া জেলার ডাকে ২৩ ডিসেম্বর এক হাজারেরও বেশি মিড-ডে মিল কর্মী উলুবেড়িয়া স্টেশনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। গরুহাটা মোড়ে আধ ঘন্টার বেশি পথ অবরোধ হয়। মিড-ডে মিল কর্মীরা এসডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং ডেপুটি মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। এতে নেতৃত্ব দেন সাগরিকা বর্মন, অশোকা ধোলে, মিনতি সিং, লিপিকা মান্না, মমতা মণ্ডল প্রমুখ। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মিড-ডে মিল কর্মীরা তাঁদের ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করেন। ৬ জানুয়ারি হাওড়া ডিএম অফিস ও ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় রাজভবন অভিযানের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সংগঠক নিখিল বেরা।

# কৃষি আইন বাতিলের দাবি রাজ্য জুড়ে

**পূর্ব মেদিনীপুর ঃ** কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন-২০২০ বাতিলের দাবিতে

*কাঁথিতে বক্তব্য রাখছেন এআইকেকেএমএস-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ*

*বক্তব্য রাখছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা। ২২ ডিসেম্বর*

দিল্লিতে কৃষকদের সংগ্রামী আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় নানা কর্মসূচি পালিত হয়। অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে তমলুক ও কাঁথি শহরে ২১-২৩ ডিসেম্বর ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ ডিসেম্বর প্রতীকী অনশন করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তিন দিনের ধরনা মঞ্চে এআইএমএসএস, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, মাধ্যমিক শিক্ষক ফ্রন্ট সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষে কৃষক নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

**কোচবিহার ঃ** ২৬ ডিসেম্বর জেলার জামালদহ বাজারে কৃষক সমাবেশ করল অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন। সমাবেশে প্রধান বক্তা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রুহুল আমিন সরকার, আম্বানি-আদানিদের স্বার্থে আনা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে যে মহতী কৃষক আন্দোলন হচ্ছে তার প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

*কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে মহিলাদের মশাল মিছিল*

২৩ ডিসেম্বর দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা বাজারে অল ইন্ডিয়া কিষান-খেতমজদুর সংগঠনের ডাকে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। বক্তব্য রাখেন কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য মানিক বর্মন ও মেখলিগঞ্জ ব্লক সম্পাদক জগদীশ অধিকারী।

মশাল মিছিল ঃ আম্বানি-আদানিদের স্বার্থে রচিত সর্বনাশা কৃষি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে ২৫ ডিসেম্বর মেখলিগঞ্জ শহরে মশাল মিছিল করল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। মিছিলে অবিলম্বে কালা কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবি তুলে ধরেন সংগঠনের নেত্রী ফুলমতি রায়, জ্যোতিকা রায় প্রমুখ। দিল্লিতে যে লক্ষ লক্ষ চাষি গত এক মাস ধরে শীতের প্রবল ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে অসমসাহসী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই সংগ্রামী চাষিদের তাঁরা রক্তিম অভিনন্দন জানান।

**পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ** দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে ২৩ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় গান্ধি পার্কে অনশনে বসেন কিষাণ খেতমজুর সংগঠনের সদস্যরা। মঞ্চ থেকে বক্তারা কৃষি আইনের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রভঞ্জন জানা, সভাপতি সূর্য পড়িয়া, তুষার জানা, স্বদেশ পড়িয়া, প্রদীপ দাস সহ আরও অনেকে।

**উত্তর দিনাজপুর ঃ** জেলার গোয়ালপোখর ব্লকের সাহাপুর বাজার চকে দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের সংহতি জানিয়ে ২১ ডিসেম্বর ধরনা হয়। প্রথমে শহিদ বেদিতে মাল্যদান এবং নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বক্তারা বিশ্লেষণ করে দেখান, নতুন কৃষি আইন কী ভাবে সারা দেশের কৃষক সহ আমজনতার সর্বনাশ করবে। বক্তব্য রাখেন, এআইকেকেএমএস-এর গোয়ালপোখর লোকাল কমিটির ইনচার্জ কমরেড নির্মল সরকার, কমরেড নবীন চন্দ্র সিংহ, ফনেশ সিংহ, রুবিনা খাতুন, এস ইউ সি আই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী প্রমুখ।

*উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর*

**জলপাইগুড়ি ঃ** এ আই কে কে এম এস-এর উদ্যোগে জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়া মোড়ে অনশন কর্মসূচি পালন করা হয় ২৩ ডিসেম্বর।

অনশন মঞ্চে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাধিপতি সুরেশ রায়, সম্পাদক হরিভক্ত সর্দার, এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি সুব্রত গুপ্ত প্রমুখ।

*জলপাইগুড়িতে কৃষক ধরনা*

# দুর্গাপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ

*২৩ ডিসেম্বর আসানসোল এবং দুর্গাপুরে এ আই ইউ টি ইউ সি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাখার ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে মহকুমা শাসক দপ্তরে বিক্ষোভ হয়। আসানসোলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি কমরেড বাবলু ভট্টাচার্য এবং দুর্গাপুরে সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী।*

# জনবিরোধী এই কৃষি আইন কংগ্রেসও আনতে চেয়েছিল

*তিনের পাতার পর*

মতো। সে যে ফসল চাষ করতে বলবে, কৃষককে সেটাই করতে হবে। অর্থাৎ চাষের ব্যাপারে কৃষকের স্বাধীনতা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, চুক্তি চাষে কৃষক বেশি দাম পাবে— এ যুক্তি ঠিক নয়। বাজারের গড়পড়তা দামের থেকে বেশি দাম কৃষককে কর্পোরেটেরা দেবে কেন? বাস্তবে চুক্তি হবে সম্ভাব্য গড়পড়তা দামের থেকে কম দামেই। তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী যে দামে কৃষক ফসল বিক্রি করল, পরে যদি দাম বেশি হয় তা হলে তার লোকসান হবে।

তৃতীয়ত, চুক্তি হবে বিশেষ গুণমানের ফসলের ভিত্তিতে। সেই গুণমানের ফসল যদি না ফলে? যদি বৃষ্টিপাতের তারতম্য, আবহাওয়ার তারতম্য, কীটপতঙ্গের উৎপাত ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ফসল সেই গুণমানের না হয়? তাহলে সেই ফসল কর্পোরেটেরা নাও কিনতে পারে। কর্পোরেটেরা তখন চাষিকে দায়ী করবে চুক্তিভঙ্গ কারী হিসাবে। তখন যদি বিশেষ গুণমানের ফসল না দেওয়ার জন্য তার ব্যবসার ক্ষতি দেখিয়ে বিরাট অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে কর্পোরেটেরা, কৃষক দেবে কোত্থেকে? ফসল চুক্তি অনুযায়ী গুণমানের হয়নি— এই যুক্তি তুলে যদি কর্পোরেটেরা চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিতে অস্বীকার করে, কী করবে কৃষক? ফলে নানা কারণে চুক্তিভঙ্গের অজুহাত তোলা ও কৃষককে ফাঁদে ফেলার সম্ভাবনা থাকছেই।

চতুর্থত, ফসলের গুণমান সম্পর্কিত বিবাদ শেষ পর্যন্ত আদালত অবধি পৌঁছাবে। সেখানে কি চাষি ন্যায় বিচার পাবে? বিপুল অর্থবলে বলীয়ান কর্পোরেটদের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে কৃষক জিততে পারবে? একটা ভাল আইনজ্ঞ রাখার বিপুল খরচ কৃষক বহন করতে পারবে? ফলে চুক্তি চাষ কৃষককে ফাঁদে ফেলার একটা মারাত্মক কৌশল।

**প্র ঃ নীতি আয়োগের বড় কর্তা অমিতাভ কান্ত কৃষি আইন পাশ হওয়ার পরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, নব্বইয়ের (১৯৯০) আর্থিক সংস্কার এতদিনে কৃষিতেও এসে পৌঁছল। '৯০-এর আর্থিক সংস্কারের অভিমুখটা কী ছিল? তার সাথে বর্তমান কৃষি সংস্কারের সম্পর্কটিই বা কী?**

**উ ঃ** '৯০-এর আর্থিক সংস্কারটিকে বলা হয় এক কথায় এলপিজি। লিবারেলাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবালাইজেশন। কর্পোরেটদের জন্য সব কিছু উদার করে দাও, রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দাও, আর বিশ্ব পুঁজির হাতে বাজার উন্মুক্ত করে দাও। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের হাত ধরে আসা এই সংস্কারের লক্ষ্য ছিল মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিবাদী বাজারকে কিছুটা চাঙ্গা করা। সেদিনও একদল মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে এর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বায়নের ফল কী দাঁড়াল? ২০১৫ সাল ছিল বিশ্বায়নের ২৫ বছর। নানা সমীক্ষা দেখাল বিশ্বায়ন ব্যর্থ। পুঁজিবাদী বাজারে কোনও স্থায়ীত্ব এল না। কেন এল না? কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতি মুহূর্তে মন্দার জন্ম দিয়ে চলেছে। এখন পুঁজিপতিরা বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র হিসাবে কৃষির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের চাপেই সরকার কৃষিপণ্যের বাজার পুঁজিপতিদের জন্য খুলে দিয়েছে।

**প্র ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেছেন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই সংস্কার কংগ্রেস সরকারও আনতে চেয়েছিল, পারেনি।**

**উ ঃ** ঠিকই তো। কর্পোরেটদের অন্যতম বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে কংগ্রেস সরকারও শ্রম আইন, কৃষি আইন সংস্কার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নানা কারণে পারেনি। বিজেপি সরকার সেটা পারল পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে। এখন ভোট রাজনীতির অঙ্ক কষে কংগ্রেস কৃষিনীতির বিরুদ্ধে বিবৃতি দিচ্ছে এবং তা সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। যে কংগ্রেস '৯০-এর আর্থিক সংস্কারের উদগাতা, যে কংগ্রেস কৃষি আইন সংস্কারের চেষ্টা করেছে, সেই কংগ্রেস কি আন্দোলনের শক্তি হতে পারে? দুর্ভাগ্য এই কংগ্রেসকেই আন্দোলনের শক্তি বলছে সিপিএম ফ্রন্ট। কংগ্রেস কোথায় কৃষি নীতির বিরুদ্ধে লড়ছে? সিপিএমও কি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে আন্দোলনে নেমেছে? ভোটের স্বার্থে যতটুকু আন্দোলন-আন্দোলন মহড়া দরকার তাই করছে।

**প্র ঃ এই কৃষক আন্দোলনকে শাসক শিবির কখনও বলছে খালিস্তানি, কখনও পাকিস্তানি, কখনও বলছে অতিবামদের কবলে। কী তাদের মতলব?**

**উ ঃ** জনস্বার্থে গড়ে ওঠা প্রতিবাদ আন্দোলনকে অতি বাম, খালিস্তানি রূপে দেগে দিয়ে তার গুরুত্বকে খাটো করে দেওয়া শাসকশ্রেণির কৌশল। যেমন নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলনকে মাওবাদী বলেছিল সিপিএম সরকার। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে কোনও প্রতিবাদকেই বলেন দেশদ্রোহীতা। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে যে কৃষকরা দিল্লিতে শান্তিপূর্ণভাবে একমাস ধরে অবস্থান করছেন তাঁরা দেশদ্রোহী? অবশ্য আম্বানি-আদানিদের দেশ বললে, তাদের স্বার্থে আনা কৃষি আইনের বিরোধিতা তো দেশ বিরোধী হবেই।

**প্র ঃ কৃষি আইনের পক্ষে পুঁজিপতিরা, জনগণ বিপক্ষে। তা হলে আইনের চোখে সকলেই সমান— এই ধারণার ভিত্তি কী?**

**উ ঃ** আইনের চোখে সকলেই সমান— এই ধারণাকে কৃষক আন্দোলন জোর ধাক্কা দিয়েছে। শুধু কৃষি আইন কেন, ৪৪টি শ্রম আইন পাল্টে যে চারটি নতুন শ্রম আইন এনেছে মোদি সরকার, তার পক্ষে বাজনা বাজাচ্ছে মালিকরা, আর বিরুদ্ধে লড়ছে শ্রমিকরা। কারণ সেই আইন মালিকের স্বার্থে। আইন সবার জন্য সমান, বাস্তবে এটা একটা মিথ্যা কথা। পুঁজিবাদী সমাজে আইন সবার জন্য সমান— এটা লিখিত-পড়িত থাকলেও বাস্তবে আইন হচ্ছে মালিক শ্রেণির জন্য। পুঁজিবাদী সমাজে যে আইনে শ্রমিক-চাষিদের পক্ষে সামান্য হলেও কিছু উল্লেখ আছে— সেগুলিও মালিকরা ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে কর্পোরেটদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম হচ্ছে, যা ফ্যাসিবাদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

**প্র ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইয়ে লেখা আছে সরকার হল— বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অব দ্য পিপল। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই ধারণা কতটা প্রাসঙ্গিক?**

**উ ঃ** সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। বাস্তবে সরকার বাই দ্য আদানি, ফর দ্য আদানি, অব দ্য আদানি। পুঁজিপতিদের দ্বারা, পুঁজিপতিদের জন্য, পুঁজিপতিদের সরকার। তাই, এই প্রবল শীতে এক মাস ধরে খোলা আকাশের নীচে কৃষকরা দিল্লিতে অবস্থান করলেও এ সরকার কৃষকদের কোনও দাবিই মানছে না। শ্রমিকদের দাবি মানছে না। জনগণের কোনও অংশেরই দাবি মানছে না। তাদের স্বার্থকে বিপন্ন করে পুঁজিপতিদের স্বার্থে যা যা করণীয় সবই করছে সরকার। একে শ্রমিক-কৃষকের সরকার কে বলবে? বাস্তবে দেশে চলছে কর্পোরেট রাজ। এই রাজে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ পূরণ হতে পারে না। সে জন্য কায়েম করতে হবে শ্রমিক-কৃষকের রাজ। দিল্লির ঐতিহাসিক আন্দোলন এই শিক্ষাটিই তুলে ধরেছে।

# রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অজয় সাহার জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বিশিষ্ট জননেতা কমরেড অজয় সাহা আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ডিসেম্বর রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

পরদিন তাঁর মরদেহ কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে আনা হয়। প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মরদেহে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরাও শ্রদ্ধা জানান।

মরদেহ দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোচরণে পৌঁছলে অগণিত মানুষ সমবেত হয়ে চোখের জলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। তারপর জয়নগরে দলের জেলা কার্যালয়ে মরদেহ নিয়ে যাওয়ার দীর্ঘ পথে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে প্রয়াত জননেতাকে শ্রদ্ধা জানান এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মী-সমর্থকরা।

জেলা কার্যালয়ে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কর্মী-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের মাল্যদানের পর শেষযাত্রা শুরু হয়। বিষ্ণুপুর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

**কমরেড অজয় সাহা লাল সেলাম**

# মৈপিঠে ত্রাণ বিতরণ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপিঠে আমফান ঝড়ের পর ত্রাণ-দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীদের উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নৃশংস হামলা চালায় গত ৪ জুলাই। নিহত হন দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুধাংশু জানা। দলের বহু কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ দুষ্কৃতী হামলায় আহত হন। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্গত এই এলাকার মানুষের সাহায্যের জন্য দলের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানানো হয়। মানুষ সে আহ্বানে সাড়া দেন। সেইসব সাহায্য দুর্গত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গত ২২ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে মৈপিঠের সব-হারানো মানুষের হাতে মশারি ও কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

# দলবদল, সরকার বদলে জনবিরোধী নীতি বদল হবে না

সম্প্রতি মেদিনীপুরে বিজেপির সভার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একটাই চর্চা— কোন নেতা কোন দলে গেলেন, আর এলেন? ক্ষমতা দখলে 'ঘোড়া কেনাবেচা'র রাজনীতির কথা বাংলার মানুষ এতদিন খবরের কাগজে কিংবা টিভিতে দেখেছেন। এবার বাংলার মাটিতেও সেই রাজনীতির উৎকট আয়োজন চলছে।

আপাতত এই কেনাবেচায় লাভবান বিজেপি। তৃণমূলের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, কংগ্রেসের কিছু নেতা, সিপিএম-সিপিআইয়ের একজন করে বিধায়ক গেছেন বিজেপিতে। সারা দেশে যখন বিজেপি বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার, বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের সামনে এনডিএ-র শরিক দলগুলি এবং বিজেপি কর্মীরাও সে দলের হাত ছেড়ে জনগণের কাছে মুখরক্ষায় ব্যস্ত। ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পক্ষে এমন নেতার স্রোত কোন যাদুতে হল? কোনও আদর্শ-নৈতিকতার ভিত্তিতে? জনগণ জানে, একেবারেই না! পুরোটাই হল বেচাকেনা। সে দাম চোকানোর মাধ্যম পদের লোভ, টাকা, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-ইডির আর না এগোনোর প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি যাই হোক না কেন! বিজেপির আর যা কিছুই থাক, ক্ষমতা দখলের জন্য সাদা-কালোর বাছবিচার আছে এমন অপবাদ তার অতিবড় শত্রুও দিতে পারবে না। তাই সারদা এবং নারদ মামলায় অভিযুক্ত প্রায় সব রাঘব বোয়ালই বিজেপির ঝাঁকে মিশে গেছেন। তাই শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যাওয়ার পরেই তাদের সর্বময় শক্তিশালী আইটি সেল দলের ইউটিউব চ্যানেল থেকে নারদ মামলা সংক্রান্ত ভিডিওটি মুছে দিয়েছে। অবশ্য উত্তরবঙ্গের যে নেতা তৃণমূলে থাকার সময় বিজেপির কাছ থেকে 'অস্ত্র পাচারকারি', 'স্মাগলার' আখ্যা লাভ করেছিলেন, তিনি এখন বিজেপির সাংসদ। দলবদলের হিড়িকে কয়লা মাফিয়া বলে পরিচিত এক নেতাও বিজেপির 'সমাজসেবী' তালিকায় জ্বলজ্বল করছেন। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতির সুরেই একদা তৃণমূলের অন্যতম কাণ্ডারি মুকুল রায়ও বলেছেন, দল আমাদের ভাঙাতেই হবে, এবং তাতে কারও পুরনো রেকর্ড দেখার দরকার নেই। কারণ? ভোটে জিততে গেলে এটাই দরকার। এদিকে তৃণমূল ছেড়ে আগেই বিজেপিতে যাওয়া এক সাংসদের স্ত্রীর পুরনো দলে প্রত্যাবর্তন নিয়েও রীতিমতো নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে জনমনে আজ রাজনীতি সম্বন্ধে চরম অশ্রদ্ধা। এর ফল কিন্তু মারাত্মক। সাধারণ মানুষকে রাজনীতি বিমুখ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের সম্ভাবনাটুকু উঠে আসাকে এভাবে অঙ্কুরেই বিনাশ করার চক্রান্ত লাভবান হচ্ছে।

যারা যেদিকেই যান না কেন, মাইক ধরেই জনসেবার কথায় তাদের ঘাটতি নেই। কিন্তু এর কোনওটাই কি জনস্বার্থের কথা ভেবে করেছেন তাঁরা? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে দলবদলের সবচেয়ে আলোচিত মুখ শুভেন্দু অধিকারী বড়দাদা সম্বোধন করে বলেছেন, অমিত শাহ 'কথা দিলে কথা রাখেন'। তাঁকে কোন কথাটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছিলেন, তা তিনিই জানেন, কিন্তু দেশের মানুষের জন্য কোন কথাটা অমিত শাহ রেখেছেন? দলে ভেড়া নেতাদের দুর্নীতির কালি মুছতে না পারি, ঢেকে দেব— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এই কথাই কি তিনি দিয়ে রেখেছেন? মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রে নির্বাচিত সরকার ফেলতে টাকার বন্যা বইয়ে দিয়ে এমএলএ কিনেছে বিজেপি। কোথাও পুরো সফল, কোথাও আংশিক। যাদের কিনেছে তারা সকলেই নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, টাকা, পদ, মামলা চেপে দেওয়া সহ নানা সুবিধার টোপে দলবদলানোর মতো দুর্নীতিও তারা করেছেন। এই সব ম্যানেজ করার কথাই কি বিজেপি দিয়ে রেখেছে? তাই কি বিজেপিতে গেলেই সব অপরাধ মুছে যাচ্ছে? বিজেপি করপোরেট মালিকদের কথা দিয়েছিল তাদের জন্য সীমাহীন লুঠের বাজার খুলে দেবে, তা নিশ্চয়ই রেখেছে। সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি করে খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য ভাঙার প্রতিশ্রুতি মালিক শ্রেণিকে দিয়েছে বিজেপি। তা রক্ষাও করছে। কিন্তু এর সাথে জনস্বার্থের সম্পর্ক কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অপশাসন, বিদ্যুৎ, কৃষি সহ সমস্ত ক্ষেত্রে একচেটিয়া মালিকদের লাভের পথ করে দিতে জনবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া, মূল্যবৃদ্ধি রোধে অনীহা, শাসক দলের নেতা-কর্মীদের তোলাবাজি, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, বিগত পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীদের লড়তেই না দেওয়া, রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার হুঙ্কার ইত্যাদি কারণে তাদের উপর মানুষের ক্ষোভ জমেছে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলনও চাইছেন সাধারণ মানুষ। নানা স্তরে সেই আন্দোলন গড়েও উঠছে। কিন্তু বিজেপি সেই আন্দোলনগুলির কোনওটাতেই নেই। থাকবে কী করে! যেখানে তারা ক্ষমতায় আছে অপশাসনের নিরিখে তারা অনেক বেশি বই কম কিছু নয়। দুর্নীতি, গণতন্ত্র হত্যা, কোনওটাতেই আর বিজেপির সমকক্ষ ভারতে কেউ নেই। বিজেপিকে দিয়ে এগুলি দূর করার চেষ্টা করার কথা যারা বলেন, তাদের কোনও সততা আছে? বস্তুত, ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি আসনে জেতার আগে তারা এ রাজ্যে এতটা আলোচিতও ছিল না। তৃণমূলকে টাইট দিতে গিয়ে সিপিএম তাদের সাহায্য করে আসনও পাইয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে শক্ত করে পা রাখতেও সাহায্য করেছে। প্রচার যত, বিজেপির বাস্তব সংগঠন কিছুদিন আগেও তা ছিল না। এখন না হয় রাশি রাশি টাকার বস্তা নিয়ে তারা লোক জোগাড়ে নেমেছে। তাদের লক্ষ্য এই তৃণমূল বিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোটে ফয়দা লুটে নেওয়া। তার জন্য নেতা কিনতে নেমেছে তারা। করপোরেট মালিকদের আশীর্বাদের সিংহভাগ এখন তাদেরই দিকে। ফলে তাদের টাকার থলিটাও যেমন মোটা, তেমনই করপোরেট পুঁজি নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমের আনুকুল্য কেনার জোরও বেশি। সেই জোরেই যারা তৃণমূলের অপশাসন, দুর্নীতি, গায়ের জোর ফলানোর প্রধান কারিগর তাদের এক এক করে বিজেপি দলে ভেড়াচ্ছে। এরাই নাকি তাদের 'সোনার বাংলা'-র কারিগর?

একটা সরকারের বিরুদ্ধে যখন জনগণের ক্ষোভ ফেটে পড়ে, পুঁজিপতি শ্রেণি চায় সেই ক্ষোভকে আন্দোলনের ময়দান থেকে দূরে রেখে ভোটের বাক্সে বন্দি করে ফেলতে। ভোটে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সরকারের রঙ বদলে দিলেই সমাধান হয়ে যাবে— এই মিথ্যাকেই তারা মানুষের কানে সত্য বলে জপতে থাকে। ঠিক সেই সুযোগে নিজের আখের গোছানোর জন্য রাজনৈতিক ধুরন্ধররা জামা পাল্টায়। তাতে সাধারণ মানুষের কোন উপকারটি হয়? সিপিএম যখন ক্ষমতায় এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেসী মস্তান বাহিনী রাতারাতি কংগ্রেস ছেড়ে ভিড়েছিল সিপিএমে। আবার সিপিএম ক্ষমতা হারাতেই তাদের দলের 'সম্পদ'দের অনেকেই ঝাঁক বেঁধে ভিড়েছে তৃণমূলে। এখন তৃণমূল ভাঙাতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বকে স্বীকার করতেই হবে এভাবে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বিধায়ক সাংসদ ভাঙানোর খেলাতে তারাও কম যায়নি। বুর্জোয়া রাজনীতির মধ্যেও নেই নেই করেও যেটুকু চক্ষুলজ্জা বস্তুটি অবশিষ্ট ছিল তার রেশটুকুকেও শেষ করার কাজটি তাঁরা এগিয়ে রেখেছেন। তাতে বিজেপির সুবিধা হয়েছে। আজ তাই বড় বড় তৃণমূল নেতারা বিজেপিতে ভিড়েই নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কৃতিত্ব বিজেপিকে দিচ্ছেন! যে বিজেপিকে সারা নন্দীগ্রামে কোথাও খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর ছিল। বিজেপিই সারা ভারতে এসইজেড প্রকল্পের হোতা। সেই দল নন্দীগ্রাম আন্দোলনে থাকতে পারে? তাদের নেতা আদবানি সাহেব তো সব হইচই থিতিয়ে যাওয়ার পর নন্দীগ্রামের মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের নাম কুড়োতে এসেছিলেন। তিনি এই জমি দখল কিংবা এসইজেডের সর্বনাশা দিকের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি কেন? বিজেপি নন্দীগ্রামের মানুষের উপর অত্যাচারের প্রধান হোতা লক্ষ্মণ শেঠকেও কোল দিতে চেয়েছিল।

বিজেপি দলটার মুশকিল হল তাদের থলিতে টাকা-ধর্ম বিদ্বেষ-চালাকি-অভিনয় দক্ষতা-করপোরেট পুঁজির আশীর্বাদ ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। শুধু নেই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনও মুখ। দেশপ্রেমিক সাজার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁদের কংগ্রেস থেকে নেতা ধার করে আকাশছোঁয়া মূর্তি বানাতে হয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে ভোট করতে গিয়ে দেখছে বাংলার মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে যতই ক্ষোভ উগরে দিক, বিজেপির সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে না। নানা প্রাপ্তি যোগের কল্যাণে কিছু লোক জোগাড় করলেও বিজেপির শিকড় যে বাংলার মাটির উপযুক্ত নয়, তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের এখন দরকার হয়ে পড়েছে কিছু নেতা ভাঙানোর, যারা ভোট মেশিনারি দখল করতে পারে, টাকা ছড়াতে পারে।

এই হল ভোট সর্বস্ব রাজনীতির প্রকৃত রূপ। তৃণমূলের বদলে বিজেপিকে ভোটে জেতালে বাংলার মানুষ কী পাবে? তৃণমূলের অপশাসনের অন্যতম কাণ্ডারিরা জামা বদলে পুরনো দলের বিরুদ্ধে কিছু গরম গরম কথা বলবেন। আর মানুষের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? বাংলার মানুষকে এতটাই মুর্খ ভেবেছে বিজেপি? প্রশ্ন একটাই, ভোটে যদি সরকার বদলও হয়, জনবিরোধী রাজনীতির বদল হবে কী করে? সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা আজ সবচেয়ে জরুরি।

## কলকাতায় শ্রমিক বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

২৩ ডিসেম্বর ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখাল এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে দেড় হাজারেরও বেশি শ্রমিক। শ্রমিক স্বার্থ বিপন্ন করে ৪৪টি শ্রম আইন পাল্টে ৪টি শ্রমকোড করার প্রতিবাদে এবং সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন তাঁরা।

রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রীর কাছেও দাবিপত্র পেশ করেন তাঁরা। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি নন্দ পাত্র, শান্তি ঘোষ, অমল সেন, ফনিভূষণ চক্রবর্তী এবং রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস সহ অন্যরা। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে অবিলম্বে কালা কৃষি আইন তিনটি বাতিলের দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21



# বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য নষ্ট করছেন উপাচার্য

**আচার্যকে চিঠি**

বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্যের একের পর এক বিতর্কিত পদক্ষেপ যেভাবে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হানছে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে চিঠি দিল এস ইউ সি আই (সি)। আচার্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ২৭ ডিসেম্বর লেখা এক চিঠিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, সম্প্রতি সম্মাননীয় অধ্যাপক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেআইনি ভাবে দখল করে রাখার অভিযোগ তুলেছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এই অশুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর অভিযোগ এবং উপাচার্যের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান ঐতিহ্যবিরোধী সাম্প্রতিক আরও কিছু বিতর্কিত কার্যকলাপ, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও আশ্রমিক, স্থানীয় বাসিন্দা ও দেশের মানুষকে পীড়িত, ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করেছে।

চিঠিতে তিনি বলেন, এ কথা সকলেরই জানা যে, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন শাসক দল বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর আদর্শগত প্রশ্ন তুলেছিলেন, যা তাদের অস্বস্তিতে ফেলেছে। সম্ভবত তারই পাল্টা হিসাবে শাসক দলের চূড়ান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ বর্তমান উপাচার্য এই ধরনের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন।

উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কীভাবে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে এবং বিরোধিতার মুখে পড়ে বয়ান বদল করেছে, বিস্তারিত ভাবে তা উল্লেখ করা হয় চিঠিতে। কমরেড ভট্টাচার্য চিঠিতে আরও বলেন, শিক্ষার সঙ্গে সামান্যতম সংশ্লিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে দলীয় কর্মসূচিতে আসা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন উপাচার্য যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়। শুধু তাই নয়, সফরে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত, তাঁর স্মৃতিজড়িত ও সংরক্ষিত চেয়ার, আজ পর্যন্ত যেটিতে বসার ধৃষ্টতা আর কেউ দেখাননি, সেটিতে অমিত শাহকে উপবেশন করতে দেখে দেশের সর্বস্তরের মানুষ বেদনাহত ও হতবাক হয়ে গেছে।

চিঠিতে উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ বন্ধ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ আদর্শ ও বিশ্বভারতীর মহান ঐতিহ্য রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে আচার্য প্রধানমন্ত্রীকে।

# কে এস রায় টিবি হাসপাতাল বন্ধকরার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ চিকিৎসকদের

সম্প্রতি রাজ্য সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের একমাত্র টিবি হাসপাতাল যাদবপুরের কেএস রায় টিবি হাসপাতালকে বন্ধকরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন এসডিএফ এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেছে।

এক বিবৃতিতে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় সর্বস্ব দিয়ে দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য গড়ে তুলেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটি। এই হাসপাতালের জমির বেশিরভাগ অংশই পূর্বতন সিপিএম সরকার মাত্র এক টাকার বিনিময়ে কর্পোরেট ব্যবসায়ী কেপিসি-র হাতে তুলে দেয়। এরপর থেকেই সিপিএম এবং পরবর্তী তৃণমূল সরকারের উদাসীনতায় টিবি হাসপাতালটি ধুঁকতে থাকে। বর্তমানে সেটিকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

ডাঃ বিশ্বাস বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে টিবি রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগীর সংখ্যা, যে রোগীদের বাড়িতে চিকিৎসা করার মানে, রোগের আরও ছড়িয়ে পড়া। এ থেকে বাঁচতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই রোগীদের হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা দরকার। বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক টিবি রোগী ভারতের বাসিন্দা। এ রাজ্যে এক লক্ষ মানুষ প্রতি সক্রিয় টিবি রোগী প্রায় এক হাজার। এই অবস্থায় এই বিপুল সংখ্যক ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগীকে ভর্তির জন্য আর কোনও হাসপাতাল থাকছে না। ফলে বিপুল পরিমানে বাড়বে এই রোগী। বাড়বে টিবিতে মৃতের সংখ্যাও। ২০২৫ সালের মধ্যে টিবি নিয়ন্ত্রণের সরকারি টার্গেট প্রহসনে পরিণত হবে।

# পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের মিছিলে পুলিশি হেনস্থা ও গ্রেপ্তার

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ীকরণ, বেতন বৃদ্ধি, অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো ও অবসরকালীন সুবিধার দাবিতে ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। গত ১১ ডিসেম্বর সরকারের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত ঘোষণা করা হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় এদিন বিক্ষোভ জমায়েতের ডাক দিয়েছিল পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা। শান্তিপূর্ণ মিছিল হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা হওয়ার সাথে সাথেই পুলিশ পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিচার্জ করে। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের হেনস্থা ও শ্লীলতাহানি করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হন ৭০ জন (ছবি উপরে)। স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন, পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কেকা পাল ও পৌলোমী করঞ্জাই সহ রাজ্য কমিটির নেতৃত্বকে লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে সারাদিন আটক রাখা হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং এর সাথে যুক্ত দোষী পুলিশদের শাস্তির দাবিতে সেদিনই বিভিন্ন পৌরসভায় ধিক্কার সভা হয় এবং পরদিন রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসে প্রতিটি পৌরসভায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভানেত্রী সুচেতা কুণ্ডু বলেন, সরকারকে অবিলম্বে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের ন্যায্য দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নির্দেশনামা জারি করতে হবে, না হলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে।

*কলকাতায় সংগঠনের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও হেনস্থার প্রতিবাদে বহরমপুরে বিক্ষোভ দেখান পৌর ও স্বাস্থ্যকর্মীরা*

# এআইডিএসও-র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

ভারতের বুকে সংগ্রামী বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের ঝান্ডা বহন করে চলেছে অল ইন্ডিয়া ডিএসও। ২৮ ডিসেম্বর সংগঠনের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হল দেশের অন্নদাতাদের চলমান আন্দোলনে সংহতি ও সরাসরি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ওই দিন কলকাতায় ৪৮ লেনিন সরণীর কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ, মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদক মণিশংকর পট্টনায়ক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সৌরভ ঘোষ।

এরপর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রক্তপতাকায় সুসজ্জিত, স্লোগানে মুখর শতাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল করে কলেজ স্কোয়ারে সমাবেশস্থলে যান। সেখানে বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বক্তব্য রাখেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি ওঠে। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি সুমন দাস। বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। সমাবেশের মুখ্য বক্তা ছিলেন মণিশংকর পট্টনায়ক। সমাবেশে গণসঙ্গীত ও কবিতা পরিবেশন করেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার অধিকার রক্ষার শপথ বুকে নিয়ে ফিরে যান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com